দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 12 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭......

68

একটি বিদ্যালয় পরিচালনায় অনিয়ম ও অব্যবস্থা

চেরাডাঙ্গী উচ্চ বিদ্যালয় নামে পরিচিত দিনাজপুরে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী উচ্চ বিদ্যালয়টি বর্তমানে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। এর কারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে চলছে বিরোধ। ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে কোন যোগাযোগ নাই। শিক্ষকদের মধ্যেও গ্রুপিং। বিদ্যালয়টির বার্ষিক আয় কয়েক লক্ষ টাকা। তাছাড়া প্রতি বছর দীর্ঘ একমাস ব্যাপী বিদ্যালয়ের উদ্যোগে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। যা থেকে ৩/৪ লক্ষ টাকা আয় আসে। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময় বিদ্যালয়টি মোটা অংকের অনুদানও পেয়ে থাকে। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত এলাকার জনগণ বা ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব জানতে পারেনি। উল্লেখ্য যে এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক অন্ধ। দীর্ঘদিন থেকে অন্ধ অবস্থায়ই তিনি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে আছেন। অজ্ঞাত কারণে তাকে, পরিবর্তন বা অবসরদান করা হচ্ছে না। তার অন্ধত্বের সুযোগে সহকারী প্রধান শিক্ষক ৩/৪ জন শিক্ষককে সহযোগী হিসাবে নিয়ে যথেচ্ছভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা করছেন। এ দিকে পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান পদ যিনি অলঙ্কৃত করছেন তিনিও ৭৫ বৎসরের উর্ধ্ব বয়সী একজন বৃদ্ধ। বোর্ডের অন্যান্য সদস্য নির্বাচনে ভোট হয়। কিন্তু ভোট হয় না কেবল তাঁর বেলায়। ভোট ছাড়াই চেয়ারম্যান তিনি থেকেই যান। এ অবস্থায় বিদ্যালয়টির পরিচালনার ব্যাপারে যা হবার তাই হচ্ছে। গোলমাল ও অনিয়ম অব্যবস্থা এতে লেগেই আছে। এ বিষয়ে তাই সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং বিদ্যালয়টির পরিচালনা সংক্রান্ত অনিয়ম ও অবস্থা সম্পর্কে যথাযথ তদন্ত করে সুষ্ঠুভাবে এটি পরিচলনার ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

মোঃ আমিনুল ইসলাম
খামার ঝাড়বাড়ী পুলহাট, দিনাজপুর।